যমরাজের বাংলায় আগমন

খেয়ে পরে বাঁচতে চাই – খাদ্য চাই। খাদ্য চাই।

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

বিরল বাংলার সরস কথা ॥ মূল্য—দশ পয়সা

যমরাজের বাংলায় আগমন

স্থান—যম ভবনের একটি কক্ষ। যমরাজ পায়চারী করতে করতে

যম—চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্ত। (চিত্রগুপ্তর প্রবেশ)

চিত্রগুপ্ত—বলুন ধর্ম্মরাজ। (নমস্কার করিলেন)

যম—আপনার রিপোর্ট পেশ করুন।

চিত্র—(একটি কাগজ খুলে) রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয় যমরাজ।

যম—উত্তম, বলে যান।

চিত্র—এ পর্য্যন্ত এ রাজ্যে কারখানা লক-আউট ধর্ম্মঘট হয়েছে প্রায় আড়াই শোর মত। ছাটাই সাস্‌পেন্সন ধরে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কয়েক লক্ষ। তারপর চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই এসব দিন দিন বেড়েই চলেছে। গ্রামে গ্রামে মানুষের চরম দুর্দ্দশা দেখা দিয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করছে।

যম—শুধু আত্মহত্যা করেই মরছে? না অন্য কিছু করেও আছে?

চিত্র—মরা অনেক রকম আছে। রেলের তলায়, গলায় দড়ি, জলে ডোবা, বিষপান, খুন হওয়া, অনাহার, হার্টফেল, কলেরায় মরা, ঘাটের মরা, আঘাটের মরা।

যম—যাক্ আর ও বলতে হবে না। এ পর্য্যন্ত কতজনকে সড়াসড়ি যমালয়ে পাঠিয়েছেন তার হিসাব দিন।

চিত্র—সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি স্যার।

যম—তা যদি না রাখতে পারেন তবে একটা বিরাট দপ্তরের বেতন দিয়ে রেখেছি কেন?

চিত্র—সঠিক হিসাব পেতে হলে আরও কর্মী চাই স্যার।

যম—ঠিক আছে আমি অটোমেশন কম্প্যুটার মেশিন আনছি, সব কাজ সহজে হতে পারবে।

চিত্র—ওটা বসালে কিছু লোকের চাকরী যাবে স্যার। তার চেয়ে আমাদের বেতন বাড়িয়ে দিন।

যম—তা অসম্ভব, আপনারা যে বেতন পাচ্ছেন তা যথেষ্ট।

চিত্র—জিনিযপত্রের দর যে হারে বেড়েছে তাতে আমাদের মহার্ঘভাতা না বাড়ালে আমরা আন্দোলন করব, ধর্ম্মঘট করব।

যম—ওসব করলে আপনার সার্ভিস ব্রেক করব।

চিত্র—আমরা আপনার মুখোস খুলে দেব। আপনি এখানে এসে বড় বড় ধনী মালিকদের আয়ু বাড়িয়ে দিয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া গরীব মানুষদের প্রাণে মারছেন। ধর্ম্মঘটী হাজার হাজার শ্রমিককে আপনি যমালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। জানি মৃত্যু নিয়েই আপনার কারবার, কিন্তু ক'টা ধনী চোরাকারবারী, জোতদার মজুতদার পুঁজিদারকে আপনি যমালয়ে পাঠিয়েছেন বলতে পারেন ?

যম—সাবধান! সেই কফিয়ৎ আমি আপনাকে দেব না।

চিত্র—যমদূত! যমদূত! (যমদূতের প্রবেশ)

যম—একে গ্রেপ্তার কর।

বাইরে কর্ম্মচারীদের কোলাহল শোনা গেল, যোমরাজ—ফিরে যাও! বাংলা ছোড়! আভি ছোড়! জলদী ছোড়! চিত্রগুপ্তর মুক্তি চাই। মুক্তি চাই।

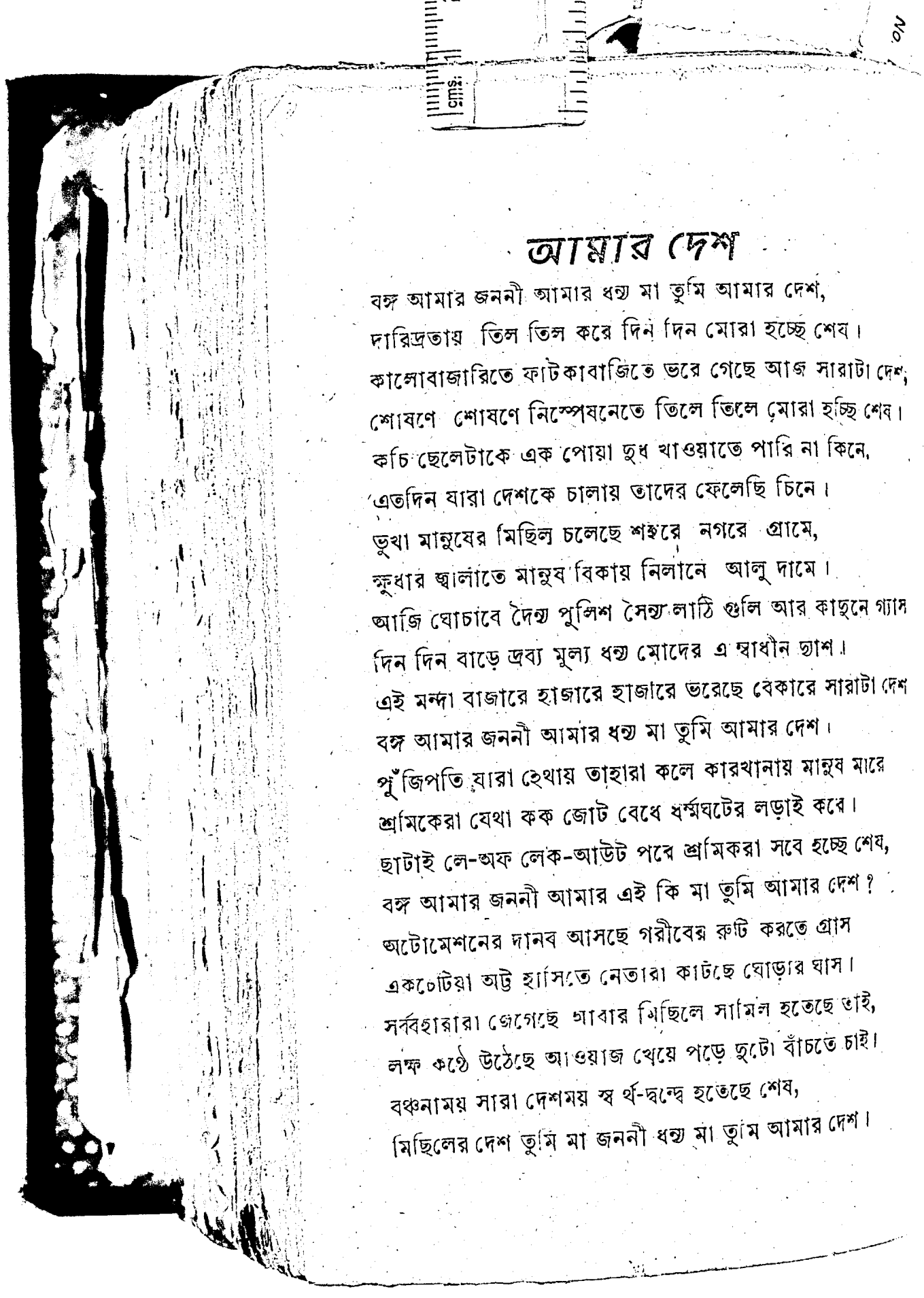

আমার দেশ

বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য মা তুমি আমার দেশ,
দারিদ্রতায় তিল তিল করে দিন দিন মোরা হচ্ছে শেষ।
কালোবাজারিতে ফাটকাবাজিতে ভরে গেছে আজ সারাটা দেশ,
শোষণে শোষণে নিষ্পেষনেতে তিলে তিলে মোরা হচ্ছি শেষ।
কচি ছেলেটাকে এক পোয়া দুধ খাওয়াতে পারি না কিনে,
এতদিন যারা দেশকে চালায় তাদের ফেলেছি চিনে।
ভুখা মানুষের মিছিল চলেছে শহরে নগরে গ্রামে,
ক্ষুধার জ্বালাতে মানুষ বিকায় নিলামে আলু দামে।
আজি ঘোচাবে দৈন্য পুলিশ সৈন্য লাঠি গুলি আর কাদুনে গ্যাস
দিন দিন বাড়ে দ্রব্য মুল্য ধন্য মোদের এ স্বাধীন ত্যাশ।
এই মন্দা বাজারে হাজারে হাজারে ভরেছে বেকারে সারাটা দেশ
বঙ্গ আমার জননী আমার ধন্য মা তুমি আমার দেশ।
পুঁজিপতি যারা হেথায় তাহারা কলে কারখানায় মানুষ মারে
শ্রমিকেরা যেথা কক জোট বেধে ধর্ম্মঘটের লড়াই করে।
ছাটাই লে-অফ লেক-আউট পরে শ্রমিকরা সবে হচ্ছে শেষ,
বঙ্গ আমার জননী আমার এই কি মা তুমি আমার দেশ?
অটোমেশনের দানব আসছে গরীবের রুটি করতে গ্রাস
একচেটিয়া অট্ট হাসিতে নেতারা কাটছে ঘোড়ার ঘাস।
সর্ব্বহারারা জেগেছে আবার মিছিলে সামিল হতেছে ভাই,
লক্ষ কণ্ঠে উঠেছে আওয়াজ খেয়ে পড়ে দুটো বাঁচতে চাই।
বঞ্চনাময় সারা দেশময় স্ব র্থ-দ্বন্দ্বে হতেছে শেষ,
মিছিলের দেশ তুমি মা জননী ধন্য মা তুমি আমার দেশ।

সোজা পথ

স্বাধীনতা পেয়ে বগল বাজাই, বাজনা বাজাই ড্যাং ড্যাং ড্যাং
খাদ্য না পাই শুধু খাবি খাই যেখানেতে যাই খাচ্ছিল্যাং
ভুট্টার চাল আর মঠ ডাল
তাই খেয়ে বেচে আছি আজকাল
এর পর যদি রেশন দোকানে কম দামে দেয় ইদুর ব্যাং
মহা আনন্দে তাই খেয়ে খেয়ে বাজনা বাজাব ড্যাং ড্যাং ড্যাং
ওরে ও বাঙ্গালী ভাতের কাঙ্গালী সোজা কথা ভাই বোঝনা হ্যান
তোমাদের সুখে রাখবার তরে রোজই বড় বড় হচ্ছে প্ল্যান
নিজের স্বার্থে খালি চাই চাই
মিছিলে মিছিলে করছ লড়াই
তোমাদের তাই পিছনে সদাই লাল বাজারের ঘুরিছে ভ্যান
তার চেয়ে বরং জয় গান গাও বাজানা বাজাও ড্যাং ড্যাং
দাম বেড়ে গেছে কলমীলতার ডাটা আর পুঁইয়ের শাক,
বুনো কচু আরও দাম বেড়ে গেছে তাই খেয়ে খেয়ে বাজাই ঢাক
কালোবাজারেতে বেশী দাম দিলে
এ রাম রাজত্বে আজও সব মিলে
লাভ খেয়ে খেয়ে মুনাফা খোরের ভুরি বাড়ে আর বাজছে ঢাক
স্বাধীন দেশের ওরাই আসলে জয়গান গায় বাজায় ঢাক।
কক্কগড়ের মাসীমা জিতেছে দুই হাত তুলে নাচরে ভাই,
জয় জয় জয় আমাদের জয় অনন্দের আর সীমানা নাই।
নাহি যদি জোটে পেটে দুটি ভাত
তবুও উর্দ্ধে তুলে দুটি হাত

এস এক সুরে কণ্ঠ মিলায়ে রাম ধুন গান গাই।
আমরা যে বাবু ছুটি সেই দিকে যেদিকে সুবিধা পাই।
মিছে এ ভাগ্য কুষ্ঠি বিচারে দুঃখ যাবেনা এদেশে আর,
ভাগ্যে যা ছিল নিলামের দরে বিকেয়ে গিয়েছে সকলই তার,
ভাগ্য আমার বাধা পরে গেছে
একচেটিয়া ধনীদের কাছে
ফিরিয়ে আনতে চাও যদি তারে লও হাতে হাতিয়ার,
আন্দোলনের সোজা পথ ছাড়া নেই তার কোন গতি আর।
সারাটা দেশ জলে ডুবে ভেসে গেল ভাই
গ্রামগুলো সব ডুবে গেল কুলকিনারা নাই।
মানুষগুলো গ্রাম ছেড়ে সব বসল এসে ফুটপাথে,
হাহাকারে ছায় চারদিক অন্ন নাহি পেটে।

আকাল এল

বাংলা দেশে একি হল আকাল এল ভাই,
ভুট্টা মাইলো কাওন খেয়ে জীবনটা বাঁচাই।
ওই কারখানাতে ২ শ্রমিকেতে ধর্ম্মঘট করে,
বেকার থেকে সবাই তারা হাহাকার করে।
তাই দেশে দেশে ২ সবাই শেষে করে আন্দোলন,
বাঁচার জন্য করছে লড়াই দেশের জনগণ।
ওই মিছিলেতে ২ যায় ছেয়ে যায় মিছল নগরী
লড়াই করে সিনেমার ওই যত কর্ম্মচারী,
ওই টেক্সম্যাকো ২ চেয়ে দেখো সেথায় লড়াই চলে।

ধর্ম্মঘটে সামিল হয় শ্রমিক দলে দলে
ওই চটকলে ২ সূতাকলে শ্রমিক যত আছে,
বাঁচার দাবী পেশ করেছে মালিকের কাছে।
ওই লাখোপতি ২ কোটিপতি মালিক ভাবে মনে,
কতদিন আর লড়বে ওরা আমাদের সনে।
আমরা পাই না খেতে ২ প্রাণ বাঁচাতে সদাই ভেবে মরি,
মোদের টাকায় গড়ছে ওরা বিরাট প্রাসাদপুরী।
এই দেশের লোক ২ দুঃখ শোকে অভাব অনটনে
দিবা রাত্র যুদ্ধ করছে জীবন মৃত্যুর সনে।
ওরা কোটী কোটি ২ সংখ্যায় অতি সর্ব্বহারার দল
গণতান্ত্রিক সমাজবাদের তাইত নানান ছল।
ওরা গেলে ক্ষেপে ২ উঠবে কেঁপে ভারতবর্ষের মাটি
তারই ভয়ে জগা খিচুরী চলেছে রাজনীতি।
করে অটোমেশন ২ গড়বে নেশন কাজে ছাটাই করে।
ঐশ্বর্য্য আর সম্পদশালী উঠবে ভারত গড়ে।
কিন্তু জানি ওরা লাভ ছাড়া কয়না কথা মোটে
আসলে বেশী বেশী মুনাফাটই চাইছে লুটে নিতে।
ওদের টাকা আছে ২ দুধে মাছে মাংস পোলাও ঘিয়ে
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ চালায় ফালতু টাকা দিয়ে।
তারা ব্র্যাণ্ডি হুইস্কী ২ বিয়ার শেরি ক্ল্যারেট শ্বাম্পিয়ন
গ্র্যাণ্ডে গ্রেটে ককটেলেতে ভোগ করে জীবন।
আমরা জীবন ভরে লড়াই করে বাঁচতে শুধু চাই
সারা দেশে আন্দোলনের মিছিল চলে তাই।

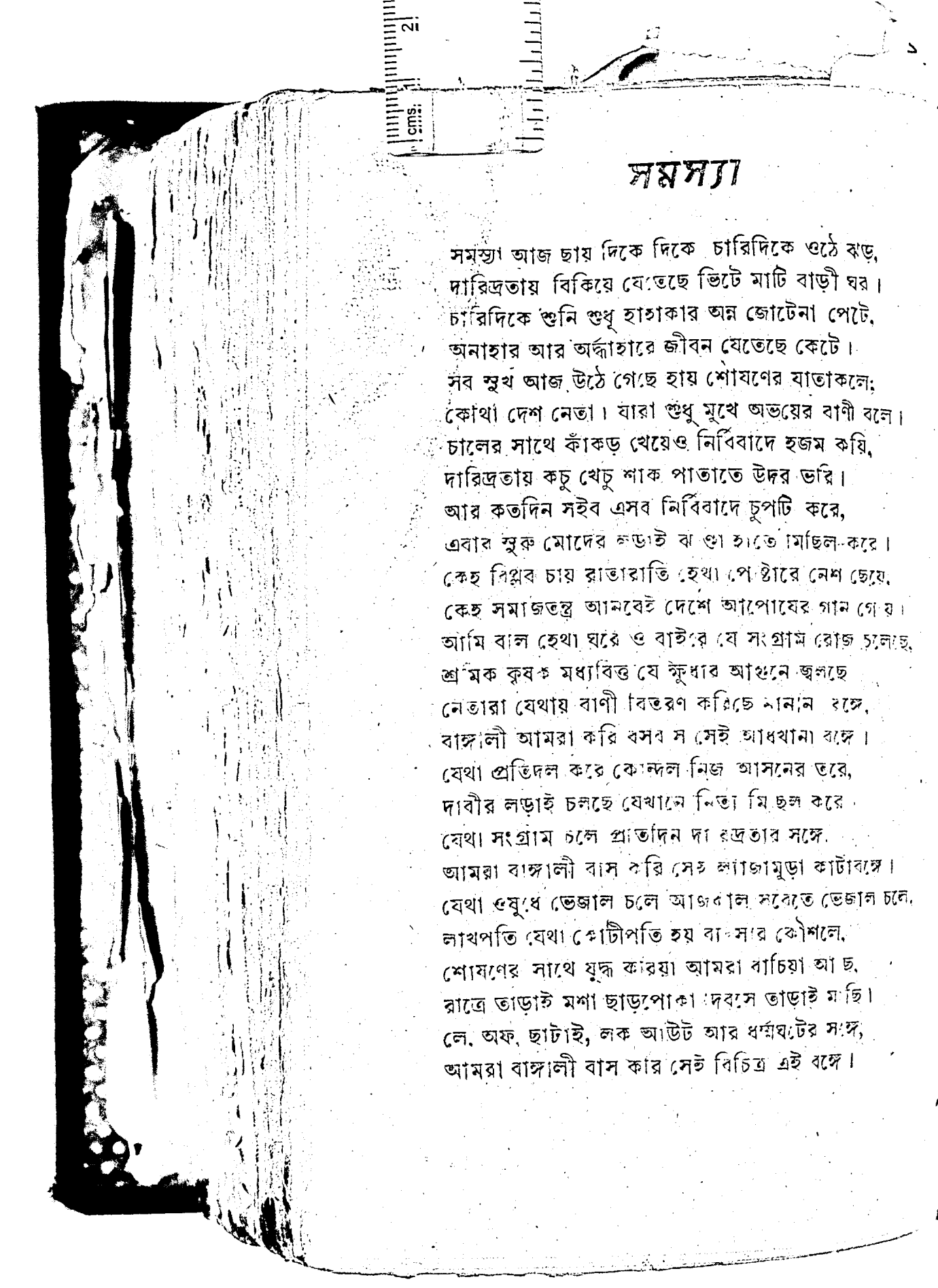

সমস্যা

সমস্যা আজ ছায় দিকে দিকে চারিদিকে ওঠে ঝড়,
দারিদ্রতায় বিকিয়ে যেতেছে ভিটে মাটি বাড়ী ঘর।
চারিদিকে শুনি শুধূ হাহাকার অন্ন জোটেনা পেটে,
অনাহার আর অর্দ্ধাহারে জীবন যেতেছে কেটে।
সব সুখ আজ উঠে গেছে হায় শোষণের যাতাকলে;
কোথা দেশ নেতা। যারা শুধু মুখে অভয়ের বাণী বলে।
চালের সাথে কাঁকড় খেয়েও নির্বিবাদে হজম করি,
দারিদ্রতায় কচু ঘেচু শাক পাতাতে উদর ভরি।
আর কতদিন সইব এসব নির্বিবাদে চুপটি করে,
এবার সুরু মোদের লড়াই ঝাণ্ডা হাতে মিছিল করে।
কেহ বিপ্লব চায় রাতারাতি হেথা পোষ্টারে দেশ ছেয়ে,
কেহ সমাজতন্ত্র আনবেই দেশে আপোষের গান গেয়ে।
আমি বলি হেথা ঘরে ও বাইরে যে সংগ্রাম রোজ চলেছে,
শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত যে ক্ষুধার আগুনে জ্বলছে
নেতারা যেথায় বাণী বিতরণ করিছে নানান রঙ্গে,
বাঙ্গালী আমরা করি বসবাস সেই আধখানা বঙ্গে।
যেথা প্রতিদল করে কোন্দল নিজ আসনের তরে,
দাবীর লড়াই চলছে যেখানে নিত্য মিছিল করে
যেথা সংগ্রাম চলে প্রতিদিন দারিদ্রতার সঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই ল্যাজামুড়া কাটাবঙ্গে।
যেথা ওষুধে ভেজাল চলে আজকাল সবেতে ভেজাল চলে,
লাখপতি যেথা কোটীপতি হয় ব্যবসার কৌশলে,
শোষণের সাথে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
রাত্রে তাড়াই মশা ছাড়পোকা দিবসে তাড়াই মাছি।
লে. অফ, ছাটাই, লক আউট আর ধর্ম্মঘটের সঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বিচিত্র এই বঙ্গে।